Sanatan Dharma

গুরুদেবের সাথে চিন্ময় জগতে এই সম্পর্ক প্রাণের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ

জড়জগতে প্রত্যেকের গুরুদেবের উপদেশে এবং গুরুদেবের সঙ্গে প্রীতি সম্পর্ক চলা উচিত, এমনকি চিন্ময় জগতেও এবং জড়জগতে গুরুদেবের সাথে বৈদিক বিধিবিৎ প্রীতি সম্পর্ক রাখতে হয় এবং গুরুদেবের সাথে চিন্ময় জগতে এই সম্পর্ক প্রাণের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় কারণ এটি হলো নিত্য সম্পর্ক।"

গুরু যেন শিষ্যের মনের আত্মঅহংকার বুঝে বুঝে, শিষ্যের সামাজিক প্রতিষ্টার দিকে দেখে বুঝে বুঝে , মনের স্পর্শকাতরতার দিক দেখে-দেখে ,লক্ষ ভুল থাকলেও ভুল ধরালে শিষ্যের মনে খারাপ লাগবে-তাই ভুল দেখেও গুরুর নিজের প্রজ্ঞাদৃষ্টি কোনে কোনো ভুল ধরানো যাবে না এবং যদি গুরু ভুল ধরাতে চান তাহলে গুরুকে তাই স্থান-কাল-পাত্র দেখে খুব বুঝে শুনে গুরুকে ভুল ধরাতে হবে -এই রকম বুঝে বুঝে গুরুদেবকে চলে এবং শিষ্যের মনের মতন করে শিক্ষাদান করতে হবে - গুরু যেন কখনোই নিজের কল্যান মনোভাবে জ্ঞান ও দৃষ্টি দ্বারা যেটা ভালো বুঝবেন সেই ভাবে যেন উপদেশ না দেন --- এই রকম মনোভাব রাখা ...এতো ঘোরতর শাস্ত্রবিরুদ্ধ আসুরিক মনোভাব।
এই রকম ঘোরতর শাস্ত্রবিরুদ্ধ আসুরিক মনোভাব নিয়ে কেউ কি পরম জ্ঞানের স্থিতি কোনো যুগে বা কোনো কল্পে কেউ পেয়েছে ????

"জাঁক-জমকে করলে পূজা,
অহংকার হয়. মনে মনে |
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে
পূজা, জানবে না রে
জগজ্জনে |
ধাতু-পাষাণ মাটির
মূর্তি, কাজ কি রে তোর সে
গঠনে?
তুমি মনোময়. প্রতিমা
করি, বসাও হৃদপিদ্মাসনে

Published on: Nov, 11 2023 12:05